জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১।০ টাকা। নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৯শে ভাদ্র বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 5th Sept. 1951 { ১৭শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

"যিস্‌কা ফাটে উস্‌কা ফাটে, ধোবীকা ক্যা হ্যায়!"

—•—

এই রাষ্ট্র ভাষায় লিখিত প্রবাদ বাক্যটী উক্ত ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙালী সমাজেও প্রচলিত আছে। ধোবী অর্থাৎ রজকেরা পরের কাপড় ধোলাই করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যত টাকা দামের কাপড়ই হউক না কেন ধোপা নির্ম্মমভাবে তাহার কাপড় কাচা পাটে সজোরে আছাড় মারে। সে একটুও ভাবে না যে কাপড়খানা এই আছাড়ের চোটে যদি ফাঁসিয়া যায়, তবে বেচারী কাপড়ের মালিকের বহু টাকা লোকসান হইবে। পরের যতই ক্ষতি হউক, তার রোজগার হইলেই হইল, এই যাহারা ভাবে তাহাদের স্বার্থপরতার উপর কটাক্ষ করিয়া এই প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

ভারত যখন বিধর্ম্মী বা বিদেশীর শাসনাধীনে ছিল, তখন শাসনকর্ত্তাদের নির্ম্মমভাবে কর আদায় ও সেই অর্থের অপব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া আমরা এই বাক্য ব্যবহার করিতাম।

দেশের লোক ভাবিয়াছিল—দেশ যখন স্বাধীন হইবে, তখন আমাদের দেশী শাসনকর্ত্তারা অন্নবস্ত্র হীন দরিদ্র ভারতবাসীর উপর দরদ দেখাইয়া কর আদায় ও দেশের হিতার্থে সেই অর্থ ব্যয় করিবেন। দেশ আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বলিয়া কতকগুলি নেতা নামধারী ভারতবাসী আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। দেশবাসীর কষ্টার্জ্জিত অর্থ লইয়া বেদরদী শাসকবৃন্দ যেমন ছিনিমিনি খেলিত, দেশী শাসকদের আমলেও তার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং সে আমলে দুখের ভাত সুখে না হউক, দুখের ভাত দুখের সহিত পেট ভরিয়া দুবেলা লোকে খাইতে পাইত, মোটা হউক, ঘেঁটে হউক, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রও সহজে পাইত। আজ লোকে যে সুখে আছে, তা সরকারী মোটা টাকা মাহিনার হুজুরগণ ব্যতীত সকলেই মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিতেছে।

ভারতবাসিগণ বিদেশীর নিকট হইতে ভারত অধিকার করিয়াছেন বিনা যুদ্ধে। তবুও কংগ্রেসীগণ বীরদর্পে বিজয়োল্লাস করিতে লজ্জাবোধ করে না। আমরা গল্পে শুনিয়াছি—যখন কোন বিজেতৃপক্ষ শত্রুর দেশ জয় করিত, তখন বিজিত দেশের অধিবাসিবৃন্দের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিত। প্রথম এক ঘণ্টা বা নির্দ্ধারিত কিছুক্ষণ যাহা লুঠ করিত—লুঠের সময় চীৎকার করিয়া বলিত—পহেলা লুঠ সরকারকা! তারপর নির্দ্ধারিত কিছু সময় লুঠ করিয়া বলিত—দুসরা লুঠ পল্‌টন কা!

আমাদের স্বদেশী, ত্যাগী, অহিংস বিজেতৃবৃন্দ তেমনভাবে লুঠ না করিলেও, গল্পের কথিত লুঠ ছিল প্রহরেক বা দিনেকের জন্য। আজ পূর্ণ চারি বৎসর কাল যে লুঠ সমানভাবে চলিতেছে, তাহার বিরাম যে কবে হইবে, তাহা আমাদের ভাগ্যবিধাতারাই জানেন। আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত সরকার আইন পরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্য বজায় রাখার জন্য দলীয় যে সব লোককে মোটা মোটা তন্‌খা দিয়া মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পীকার, প্রভৃতি পদ প্রদান করিয়া গরীব দেশের টাকার সদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কেহ বেকার, কেহ বড় জোর মাসিক শতাধিক টাকার বেশী উপার্জ্জন করিতেন কিনা সন্দেহ। যে যে দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হইল, এই সব দূতের বিলাসিতা ও ব্যয়াধিক্য দেখিয়া সেই সেই সমৃদ্ধিশালী দেশের অধিবাসিবৃন্দের তাক লাগিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। বড় বড় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হুজুররা বিদেশীদের নিকট হইতে রদ্দি মাল কিনিয়া রাজকোষ হইতে কোটি কোটি টাকা বৃথা ব্যয় করিলেন, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হুজুর বাহাদুররা ঘামিয়া ভিজিয়া উঠিলেন। দেশের উন্নতি বিধানের একটা অছিলা পাইলেই সংস্থষ্ট বড় হুজুর নূতন নূতন পরিকল্পনা করিয়া কতক্ষণে কটিতে বস্ত্রহীন প্রজাসাধারণের কোটি কোটি টাকা সবান্ধবে উদরসাৎ করিয়া দেশবাসিগণকে ধন্য করিবেন, তাহারই ফন্দী ফিকির উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বড় বড় কালাবাজারীর সহিত বখরায় দেশের ক্ষুধার অন্ন ও লজ্জায় বস্ত্র লইয়া বাট্টাবাজী খেলায় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নিজেরা টাকায় পাহাড় তৈরী করার কৌশল রপ্ত করিতেছেন, এমন মানবত্ববিহীন মাননীয় অতিমানবের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

একটী বা দুইটী দৃষ্টান্ত দেখিলেই সকলে বুঝিবেন-যে আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত সরকারের উচ্চপদস্থ মহামানবগণ আজ কোন্ পথে বিচরণ করিতেছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে যখন ভুখা মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাস চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বর্দ্ধমান সহরের নিকটে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সরবরাহ মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী, শ্রম মন্ত্রী প্রভৃতি মহামানবগণ "ভূমিসেনা" সংগঠনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ব্যস্ত। পুষ্পাভরণে সুসজ্জিতা তরুণীবৃন্দের সমবেত নৃত্যগীত এবং মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনির মধ্যে মুন্সীজী দুইটী কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপণ করিলেন। কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিব, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন ভূমিসেনার ব্যাজ ধারণ করিলেন। কুচকাওয়াজ হইল। মহাপুরুষগণের বক্তৃতার আওয়াজও শোনা গেল। বক্তৃতায় খাদ্যসচিব মুন্সীজী বুঝাইয়া দিলেন—এই যে ভূমিসেনা গঠিত হইল, ইহাই রামরাজত্বের একটী গুরুত্বপূর্ণ সোপান। এইরূপ সোপান বাহিয়াই ধাপে ধাপে রামরাজত্বের দ্বারে উপনীত হইতে হইবে। যাঁহারা সত্য সত্য ভূমিসেনা অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া ভূমি কর্ষণ দ্বারা শস্য উৎপাদন করেন, তাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই বাহ্যতঃ উৎসব এবং টাকা খরচের দিকে ভয়ানক উৎপাত দর্শন করিলেন। কারণ এই সব বহুমূল্য প্রাণগুলির রক্ষাকবচ স্বরূপ প্রহরীগণ অজানা অনামী কৃষকদের দূরে রাখিবার জন্য আদিষ্ট। দিল্লীতেও এইরূপ ভূমিসেনা গঠন উৎসব হইয়াছে। চুড়িদার পায়জামা শেরোয়ানী পরিহিত ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ একখানি রৌপ্য নির্ম্মিত কোদালী অতি সন্তর্পণে ধরিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেন। মহিলারা নৃত্য করিল—পুষ্পবৃষ্টি হইল। ফুলের মালা মহাপুরুষদের কণ্ঠে দোলাইয়া দেওয়া হইল। সেই ছবি সংবাদপত্রে নিরীক্ষণ করিয়া এবং বিবরণী পাঠ করিয়া

ভারতবাসী মাত্রেই ধন্য হইল—এ কথা বলা চলে না। কারণ যাঁহাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাইবার জন্য এই উৎসব (ক্ষুধার্ত্তের কাছে যাহা উৎপাত বলিয়া মনে হয়) তাঁহারা তখন কোন্ পল্লীর অস্বাস্থ্যকর কুটীরে তাঁহাদের নিরক্ষর জীবন অতি কষ্টে যাপন করিতেছেন তাহা কেহই লক্ষ্য করিলেন না।

এই রকম এক একটি হুজুগে বাঙলার লাট-প্রাসাদে কত টাকা ব্যয় হইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। বনমহোৎসবে আলিপনা দিতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা নাকি কয়েক সহস্র বলিয়া শোনা যাইতেছে। যখন তখন উৎসব আর তরুণীনৃত্য এই বুভুক্ষু দেশবাসী হতভাগ্যদের ব্যঙ্গ করা ছাড়া আর কি বলা যায়? কাঙাল দেশে কি এই নারী-নৃত্যে ব্যয়ের প্রকৃত সময়। যাঁহারা এই বিলাস উপভোগ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত টাকা ব্যয় করেন তাদের—
"জিস্‌কা ফাটে উস্‌কা ফাটে ধোবীকা ক্যা হায়" বলিলে অন্যায় বলা হয় কি?

আসামে বন্যা ও ভাঙ্গনে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতি

বহু লোকের প্রাণহানি, হাজার হাজার লোক গৃহহীন

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, গত বার মাসে উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তস্থিত মিসমি পাহাড়ে জলপ্লাবন ও ভাঙ্গনের ফলে সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, উহার পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা হইবে। দিবাং ও লোহিত নদী দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি সাধিত হয়। বন্যার জলে ১৫০ খানি গ্রামের শত শত বর্গমাইলব্যাপী অঞ্চল ডুবিয়া যায়। এই সকল গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা হইল ২৫ হাজার।

পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বত্র চাউলের অগ্নিমূল্য

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুরবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে চাউল অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। জনসাধারণ বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে বর্ত্তমানে অত্যধিক মূল্যে চাউল বিক্রয় হওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় চাউল ক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। ফলে অনেক পরিবারের এক বেলার বেশী অন্ন জুটিতেছে না। কলিকাতায় অধিকাংশ পরিবারকেই বাধ্য হইয়া একবেলা গম-জাত দ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতায় ও নগরীর উপকণ্ঠে তথাকথিত বাজারে চাউল প্রতি মণ ৫০৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইতেছে।

গত আগষ্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গে যে সকল স্থানে চাউল ২৫ টাকার উর্দ্ধে বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

দিনহাটা (কুচবিহার) ৬০ টাকা, কুচবিহার ৫৪ টাকা, মাথাভাঙ্গা ৫২॥০ আনা, তুফানগঞ্জ ৫০ টাকা, ২৪ পরগণা (সদর) ৫০ টাকা, হাওড়া (সদর) ৪২॥০ আনা, বসিরহাট ৪০ টাকা, বনগাঁ ৪২ টাকা, জলপাইগুড়ি (সদর) ৪২ টাকা, বারাকপুর ৪০ টাকা, মকলীগঞ্জ ৪০ টাকা, উলুবেড়িয়া ৪০ টাকা, বারাসত ৪০ টাকা, রাণাঘাট ৩৯॥৵০ আনা, হুগলী ৩৮ টাকা, দার্জ্জিলিং ৩৭॥০ আনা, নদীয়া ৩৭।০ আনা, আলিপুর দুয়ার ৩৭ টাকা, মালদহ ৩৬॥০ আনা, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর) ৩৫ টাকা, কালনা ৩১॥০ আনা, শ্রীরামপুর ৩২॥০ আনা, ডায়মণ্ডহারবার ৩০॥০ আনা, লালবাগ ২৯ টাকা, কাটোয়া ২৮ টাকা, জঙ্গীপুর ২৭৵০ আনা, মুর্শিদাবাদ ২৬ টাকা।

মদসহ বালক গ্রেপ্তার

দিন কয়েক পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা বাবু ২।৩ জন কনেষ্টবলসহ জঙ্গীপুর রোড ষ্টেশন হইতে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি বালককে চটের থলিয়ায় ভর্তি একটি মোট মাথায় করিয়া আসিতে দেখিয়া উহাতে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় সে থতমত করিতে থাকে। একজন কনেষ্টবল তাহার মাথার থলিয়াটি নামাইতে গেলে সে নিকটস্থ খড়ের জমির দিকে দৌড় দেয় অল্পক্ষণ মধ্যে কনেষ্টবলটী তাহাকে ধরিয়া ফেলে। থলিয়ার মধ্যে সাত বোতল মদ ছিল। বালকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশ-হাজতে রাখে। পরদিন তাহাকে জামিন দেওয়া হইয়াছে। ঘটনায় প্রকাশ যে বালকটীর নাম শঙ্কর বিশ্বাস বাড়ী বীরভূম জেলার মুরারই থানার অন্তর্গত লতাগ্রাম। সে নাকি প্রায়ই মদ আনিয়া রঘুনাথগঞ্জ সহরে বিক্রয় করিয়া থাকে।

চাউল ব্যবসায়ীর মৃত্যু

গত ১৩ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ভোর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জের চাউল ব্যবসায়ী মনোরঞ্জন সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ২।৩ মাস যাবত নানাবিধ জটিল ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তিনি সদালাপী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে পরিচিত সকলেই মুগ্ধ হইতেন। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিয়া স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ফুটবল খেলা

রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর গ্রামে পঞ্চানন বীণাপাণি স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রাম হইতে ২২টী দল এই খেলায় যোগদান করিয়াছে। খেলার মাঠে প্রত্যহ বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মির্জাপুরে দ্বিজপদ হাই স্কুলের শীল্ড ও কাপের খেলাও আরম্ভ হইয়াছে। খেলার মাঠে সুব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোক্তাগণ খুব চেষ্টা করিতেছেন।

সাগরদীঘি থানার ৯নং বন্তেশ্বর ইউনিয়নের অন্তর্গত দক্ষিণগ্রামে 'বিষ্ণুচন্দ্র শীল্ড ও কাপ' প্রতিযোগিতার খেলা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজারে প্রবেশ পথের বাম পার্শ্বে দোকানের উপযোগী একটা জায়গা বিক্রয় আছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীইন্দ্রচন্দ্র বড়াল
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার।

[পর পৃষ্ঠা দেখুন

মোহরারগণের সদিচ্ছা

বহরমপুর আদালতের মোহরারগণ ২০ জন সভ্য লইয়া একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে ৭ জনকে মনোনীত করিয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাঁহারা ২।৩টী অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দৈনিক সাহায্য দিতেছেন। তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

বৃষ্টি

আজ ২।৩ দিন হইতে এতদঞ্চলে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আবাদী জমির ধানগাছগুলি বৃষ্টির জল পাইয়া সতেজ হইবে সন্দেহ নাই। বিলম্বে বৃষ্টি হওয়ায় ধানের ফলন কম হইবার আশঙ্কা আছে।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলা সম্মিলনী বা সমিতি একত্রিত হইয়া 'পশ্চিমবঙ্গ সম্মেলন' স্থাপিত করিয়াছে। শনিবার ৮ই সেপ্টেম্বর ও রবিবার ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে তাহার মহা-সম্মেলনের (conference) অধিবেশন হইবে।

জেলার, ইউনিয়ানের, থানার বা মহকুমার প্রতিনিধি আহ্বান করা হইতেছে। প্রতিনিধিগণ পূর্ব্ব হইতেই পত্র দ্বারা যোগাযোগ করিলে তাঁহাদের বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি—

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সম্মেলন।

জাতীয় যাদুঘর

জাতীয় যাদুঘরে রাখিবার জন্য শিক্ষা দপ্তর শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত ৮টি ছবি ও শ্রীযামিনী রায়ের অঙ্কিত ১৫টি ছবি ও ১৩টি স্কেচ যথাক্রমে ১০,৪০০৲ টাকা ও ৭,৬০০৲ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়াছেন।

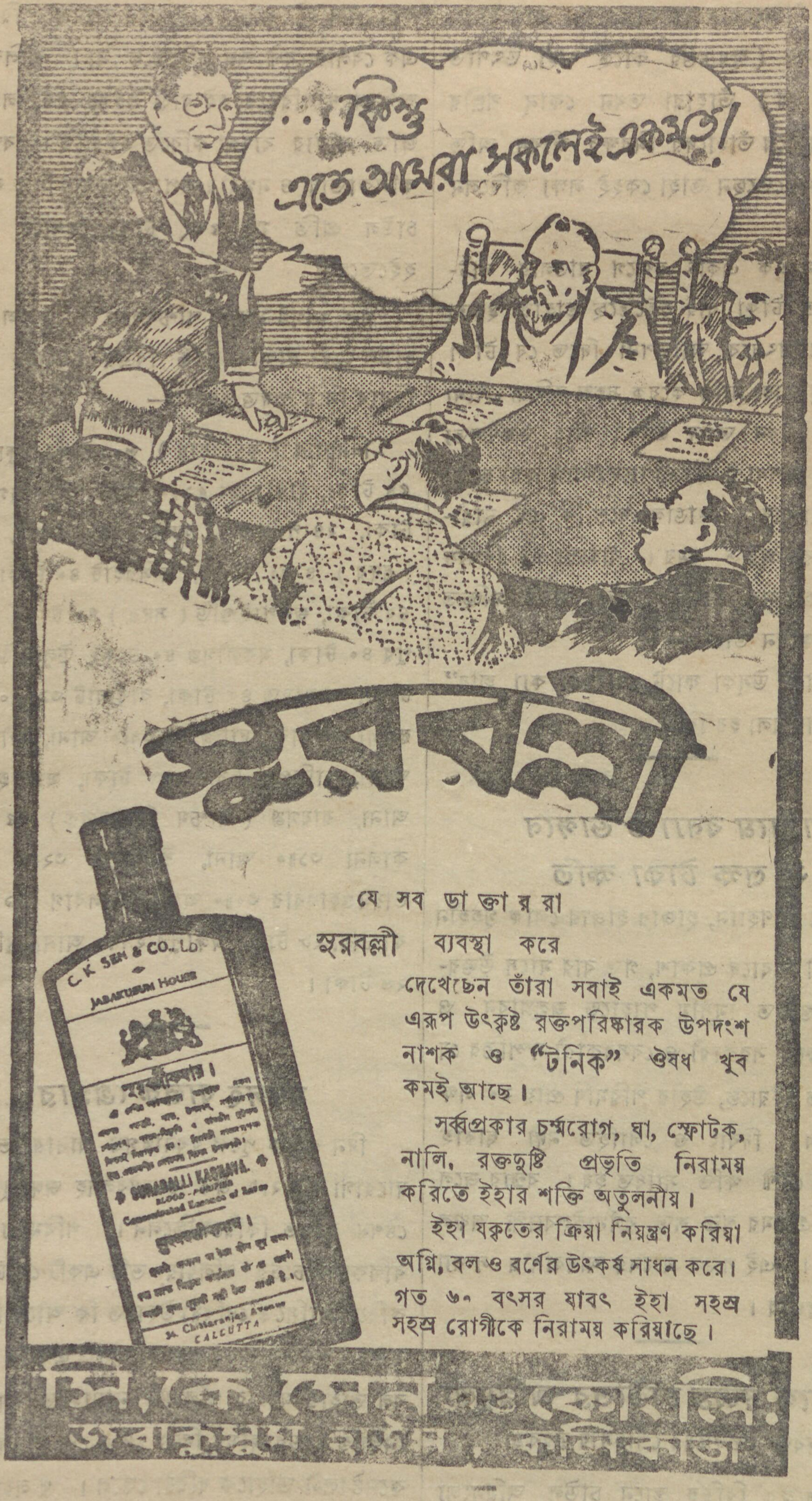

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত